অতীততে আমরা দেখছি প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকতা করার জন্য ম্যানেজিং কমিটির একটা প্রভাব ছিলো। এই কমিটির বদান্যতায় যোগ্য অযোগ্য অনেকে তখন শিক্ষক হয়েছেন। তাই এখন অনেক ভুয়া নিবন্ধনধারী শিক্ষক বের হচ্ছে যা কিনা ওই সময় ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়ে ছিলো। প্রাথমিক রেজিস্ট্রার স্কুল গুলোতেও একই ভাবে ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে শিক্ষক প্রবেশ করতো। তারা করোটুকু শ্রেনী এবং যুগোপযোগী তা আমরা জানি।

বলা বাহুল্য ওই নিয়োগ গুলোতে ম্যানেজিং কমিটি নিয়োগের জন্য বিরাট অংকের টাকা হাতিয়ে নিতো,  অবশ্য প্রধান শিক্ষকেরাও জড়িত থাকতেন অনেক ক্ষেত্রেই। তবে বর্তমানে শিক্ষক নিয়োগ আর প্রধান শিক্ষক এবং ম্যানেজিং কমিটির হাতে নাই। সুতরাং এখন নিয়োগের মাধ্যমে টাকা হাতানোর সেই সুযোগ একদমই নাই। তাই বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির কোনো দরকার আছে বলে আমার মনে হয় না। কারন প্রাথমিকে বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে যে অর্থ আসে সভাপতিদের নজর এখন সেই সব টাকার উপর পড়ে। সেই টাকা থেকে এখন তারা কিছু পাওয়ার ইচ্ছা পোষন করে প্রায়ই।

তাই আমার মনে হয় ম্যানেজিং কমিটি বিলুপ্ত করলেও কোনো সমস্যা হয় না। বরং কিছু অর্থ সাশ্রয় হয় যা দ্বারা স্কুলের অন্যান্য কাজ করা যায়। আর শিক্ষা অফিসারেরা সজাগ দৃষ্টি দিলে প্রধান শিক্ষকদের কাজে স্বচ্ছতা আসবে,  ম্যানেজিং কমিটি দরকার হবে না।